সংবাদ

তারিখ ... 28 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুঃখগাথা-০১

প্রাতিষ্ঠার ৮ বছরেও প্রাপ্য সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

তপন কুমার রায়, বেরোবি (রংপুর)

প্রতিষ্ঠার আট বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাদ পায়নি রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়া বিভিন্ন দিক থেকে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পিছিয়ে রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা তা না পেয়ে অনেকে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তবে সুযোগ-সুবিধার বালাই না থাকলেও ভর্তিকার্যক্রম থেকে শুরু করে প্রতি সেমিস্টারে রয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হরেক রকমের ফি আদায়ের রমরমা ব্যবস্থা। এতে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করছে শিক্ষার্থীরা। তবে সাবেক দুই উপাচার্যের সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য টিএসসিসহ অন্যান্য স্থাপনার কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলেও বর্তমান সময়ে মাস্টারপ্লানে টিএসসি, অডিটোরিয়াম সহ বেশ কিছু স্থাপনার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে বলে সংবাদ'কে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. একে এম নূর-উন-নবী। সরেজমিনে এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার কোনটিই প্রতিষ্ঠার আট বছরেও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে সুযোগ-সুবিধার নিশ্চিত না করেও প্রশাসনের নানা রকমের ফি আদায়ের বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ঘোরতর অভিযোগ তুলেছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া ভবন নির্মাণের প্রায় চার বছর সময় পার হলে গেলেও নানা তালবাহানায় আজ পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া খুলে দিতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আট বছরেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মিলনস্থল টিএসসি নিমার্ণ এবং সভা সেমিনারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অডিটোরিয়াম, শিক্ষার্থীদের শারীরিক মননশীলতায় জিমনেসিয়াম কিংবা খেলাধুলার জন্য. কোন পরিকল্পিত স্টেডিয়াম নিমার্ণেরও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা বিভাগ থাকলেও যে উম্মুক্ত মাঠগুলো রয়েছে সেগুলো সংস্কারের কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়না। মাঠগুলো বন্ধুর প্রকৃতির এবং বড় বড় ঘাসে ঢেকে থাকায় খেলাধুলার জন্য হরমায়েশেই অনুপযোগী। অথচ ভর্তিকালীন সময়ে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে খেলাধুলা বাবদ ২০০ টাকা করে আদায় করছে বিশ্ববিদ্যালয়।

নানা সমস্যার সঙ্গে পরিবহন সংকটের কারণে এখানকার শিক্ষার্থীদেরকে বাদুর ঝোলা হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকেই। সাড়ে ৯ হাজার শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে মাত্র চারটি বাস। পর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদেরকে চড়ম ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে কর্মচারীদের জন্য কোন বাস বরাদ্ধ না থাকায় শিক্ষার্থীদের বাসে করে অনেক কর্মচারীই যাতায়াত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে ভোগান্তির মাত্রা চরমে উঠেছে। অথচ ৬ মাসের প্রতি সেমিস্টারে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে পরিবহন ফি আদায় করা হচ্ছে। পরিবহন পুলের দায়িত্বরত কর্মকর্তা আলী হাসান চলতি বছরের জুন মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নতুন বাস ক্রয় করার কথা বললেও তা আজ অবধি হয়ে ওঠেনি। এদিকে আবাসন সংকট, পযাপ্ত ক্লাস রুম সংকট এবং বই সংকট রয়েছে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং বিভাগগুলোর সেমিনারে। লাইব্রেরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি বিভাগের মধ্যে ৭টি বিভাগের কোন বই মিলে না। লাইব্রেরিতে বই পাওয়া না গেলেও ভর্তিকালীন সময়ে লাইব্রেরি বাবদ ৩০০ টাকা এবং এর কার্ড বাবদ ৫০ টাকা প্রদান করতে হয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে।

এছাড়াও যেখানে কয়েকহাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ২০টি কম্পিউটারে দিয়ে সাইবার সেন্টার চলছে সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসজুড়ে ওয়াইফাই বা ইন্টারনেট কানেকশনের বাড়তি সুবিধা যেন সোনার হরিণ। কম্পিউটারের সংখ্যা অনুপাতে একটি কম্পিউটারের বিপরীতে ৪৭৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। অথচ সাইবার সেন্টার বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট হতে প্রতি ৬ মাস অন্তর এক সেমিস্টারে ১২০ টাকা আদায় করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ নিয়েই শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের অন্ত নেই।

চিকিৎসক অভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারটিও। এক দন্ত্য চিকিৎসক দিয়ে কোনরকমে চালানো হচ্ছে মেডিকেল সেবার কাজ। একজন খণ্ডকালীন মহিলা ডাক্তার থাকলেও তিনি স্থায়ী নন। ফলে দন্ত্য চিকিৎসক দিয়েই যে কোন রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে মেডিকেল সেন্টারে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ জ্বর ও সর্দি বাদে অন্য কিছু হলেই এখানে চিকিৎসা মেলে না। রোগীকে চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। অথচ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তিকালীন সময়ে মেডিকেল ফি বাবদ ২০০ টাকা, কার্ড বাবদ ৫০ টাকা এবং চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রতি সেমিস্টারে ১০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, হঠাৎ করেও নিত্য নতুন ফি ধার্য করে বসে কর্তৃপক্ষ। গত জুন মাসে বিবিএ অনুষদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইন্টার্নশিপ ফি বাবদ ১০০০ টাকা আদায় করতে গেলে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ করে। শেষে জগাখিচুড়ি নিয়মে বেকায়দায় পড়ে প্রশাসন। সেই নিয়মের বিষয়টি নিয়ে একটি নতুন সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. একে এম নূর-উন-নবী গতকাল শনিবার সকালে সংবাদ'কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারপ্লানে টিএসসি, অডিটোরিয়াম, জিমনেসিয়ামসহ বেশ কিছু স্থাপনার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। তবে সামনে ২য় ধাপের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ক্লাসরুম, টিএসসি, অডিটোরিয়াম, শিক্ষকদের আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আশা করি শীঘ্রই আমরা কাজ শুরু করতে পারব। (চলবে)